প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা

ড. রাগিব সারজানি

সুন্নাহ প্রতিদিন

উমাইর লুৎফর রহমান
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

সুন্নাহ প্রতিদিন
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব : মো : রাকিবুল হাসান খান
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-96318-3-5
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com
fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৮০০/=

Sunnah Protidin
By Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ বা পিডিএফ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

সুন্নাহ প্রতিদিন

মূল : ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ : উমাইর লুৎফর রহমান

সম্পাদনা

অনুবাদ নিরীক্ষণ

ও তথ্য সম্পাদনা : মাহমুদুল হাসান

বানান সমন্বয় : মাকতাবাতুল হাসান বানান সমন্বয়পর্ষদ

পৃষ্ঠাসজ্জা : নুরউদ্দীন আহমাদ

প্রচ্ছদ : উজ্জ্বল আহমাদ

অর্পণ

রাসুল ﷺ-এর প্রতিটি সুন্নত যারা জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করতে চান।

﴿وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا﴾

তোমরা যদি নবীর আনুগত্য করো, তবে সৎপথপ্রাপ্ত হবে।

[সুরা নুর : ৫৪]

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা..........১০
ভূমিকা..........১১
রমজান..........২০
শাওয়াল..........৫৪
জিলকদ..........৮৯
জিলহজ..........১৩০
মহররম..........১৭২
সফর..........২১৮
রবিউল আউয়াল..........২৬৮
রবিউস সানি..........৩১৯
জুমাদাল উলা..........৩৭০
জুমাদাল উখরা..........৪২২
রজব..........৪৭২
শাবান..........৫২৫
পরিশিষ্ট..........৫৭৯

অনুবাদকের কথা

দ্রুত সময় বদলাচ্ছে। চারদিকে এখন ফেতনার ছড়াছড়ি। ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে ধারণ করা। পাপে ভরা এ সমাজে বেঁচে থাকতে হলে, নিজের ঈমান রক্ষা করতে হলে, কুরআন-হাদিসের চর্চা বাড়ানো, সাধ্যমতো সমাজে কুরআন-হাদিসের বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ এখন যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত। সুখ যেন মানুষের জীবনে সোনার হরিণ। আল্লাহকে ভুলে গিয়ে, রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর থেকে দূরে সরে গিয়ে কী করে পাবে মানুষ সুখের সন্ধান? প্রকৃত সুখ তো রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণে। কিন্তু সেই সুন্নাহ নিয়ে পড়াশোনার সময় কোথায় এ যুগের মানুষের? সিরাতুন্নবী অধ্যয়নের সুযোগ কোথায় মুসলিমদের? আজকাল সবাই নিজ নিজ পরিমণ্ডলে ভীষণ ব্যস্ত। ফলে কর্মব্যস্ত মানুষদের দ্বীন নিয়ে পড়াশোনার জন্য লম্বা সময় বের করা এ যুগে কঠিন।

ব্যস্ত মানুষদের সুখের সন্ধান দিতে, সুন্নাহর সঙ্গে মুসলিমদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে, প্রতিদিন কিছু সময় সুন্নাহর সংস্পর্শে থাকতে সুন্দর এক আয়োজন নিয়ে এসেছেন ড. রাগিব সারজানি। আরবি বছরের ৩৫৪ দিন হিসাবে ৩৫৪টি সুন্নাহ তিনি সংকলন করেছেন। প্রতিদিন একটি করে আলোচনা পড়ে আমল করতে পারলে বছর শেষে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ সুন্নাহর সঙ্গে পরিচয় ঘটবে, অপরদিকে এসব সুন্নাহর ওপর আমল করে বিপুল সওয়াবও অর্জন করা যাবে।

ইহইয়াউ ৩৫৪ সুন্নতান নাবাবিয়্যাতান : ওয়াসাইলু ওয়া তুরুকু আমালিয়্যাতিন (إحياء ٣٥٤ سنة نبوية وسائل وطرق عملية) নামক মূল আরবি বইটি ২০১৫ সালে কায়রোতে প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। আরবিভাষীদের কাছে বইটি ব্যাপক সমাদৃত হয়। বাংলাভাষীদেরও সেই অশেষ কল্যাণে সিক্ত করতে আমাদের এই প্রয়াস।

কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা লেখককে পরিপূর্ণ প্রতিদান দান করুন। আমার এ ছোট্ট প্রয়াসকে কবুল করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাতের অসিলা বানান। আমিন।

বিনীত

উমাইর লুৎফুর রহমান

২৭ এপ্রিল ২০২১ খি.

ভূমিকা

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও মারাত্মক মতবিরোধের সংকটকাল অতিক্রম করছে, বহুকাল পূর্বেই রাসুল ﷺ এর ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। আজকাল সবাই নিজ নিজ দল ও মতকে হক বলে প্রচার করছে। তাই মানুষ আজ দিশেহারা, তারা কোন পথে যাবে?! কিন্তু এর পরিষ্কার উত্তর রাসুল ﷺ-এর হাদিসেই আছে। ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. বলেন,

একদিন ফজরের নামাজের পর রাসুল ﷺ আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষণ দেন। সেই ভাষণ শুনে সবার চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। তখন এক লোক বলে, এ যেন কারও বিদায়ী ভাষণ! অতএব, আপনি আমাদের কী নির্দেশ প্রদান করেন হে আল্লাহর রাসুল? উত্তরে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (শাসকের) আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে একজন হাবশি গোলাম হয়। কারণ, তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা প্রচুর মতবিরোধ দেখতে পাবে। সাবধান! ধর্মে নব আবিষ্কৃত বিষয় হতে! কারণ, প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো পথভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে সেই (বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের) যুগ পাবে, তার কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহর অনুসরণ করা। তোমরা মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধরে থাকবে![১]

সুতরাং রাসুল ﷺ-এর নির্দেশনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ ও তাঁর রীতি অনুকরণের পথ ধরেই আসবে মুক্তি। কিন্তু যখন আমরা দেখতে পাই, কেউ না জেনে, আর কেউ অবমূল্যায়ন করে রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহকে বর্জন করছে, তখন সুন্নাহর গুরুত্ব এবং তা পালনের বিশাল দায়িত্বের কথা আমরা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। স্বয়ং রাসুল ﷺ এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যে, উম্মাহ এমন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করবে, যখন 'কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট' বলে একশ্রেণির মুসলিম স্বেচ্ছায় রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহকে বর্জন করবে। অথচ তাদের এ কথা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। মিকদাম ইবনে মাদিকারিব রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

---

১. *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৬০৭; *সুনানুত তিরমিজি*, ২৬৭৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৪২; আল-*মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৭১৮৪

সাবধান! খুব শীঘ্রই এমন ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যে তার গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তখন তার নিকট আমার কোনো হাদিস পৌঁছলে সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের সামনে তো আল্লাহর কিতাবই আছে। আমরা তাতে যা হালাল পাব তা হালাল বলে মেনে নেব, আর যা হারাম পাব তা হারাম বলে মেনে নেব। (কিন্তু মনে রেখো) রাসুল যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতোই হারাম![২]

অতএব, সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা যেহেতু দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত, তাই কেবল পুণ্য বৃদ্ধির জন্য নয়; বরং সুন্নাহর শিক্ষা অর্জন করা এবং এর পুনর্জাগরণ ঘটানো প্রতিটি মুসলিমের ওপর অবশ্যকর্তব্য। আর সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই বক্ষ্যমাণ বইটির রচনার প্রয়াস।

তবে এই বইয়ে রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ সংক্রান্ত সকল হাদিস একত্র করা আমার উদ্দেশ্য নয়—তা করতে গেলে বইয়ের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে—বরং এখানে আমার লক্ষ্য কেবল সুন্নাহর সিঁড়িতে পা ফেলা। তাই মনস্থ করি, প্রথমে রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহসমূহ থেকে নির্বাচিত ৩৫৪টি সুন্নাহর মাধ্যমে এ কাজ শুরু করা যাক। হিজরি বর্ষের দিন—সংখ্যার সঙ্গে মিল রেখে প্রতিদিন গড়ে যেন একটি করে সুন্নাহর ওপর আমল করা যায়, সেই চিন্তা থেকেই এই বিন্যাস। এরপর এই আমলগুলোর অনুশীলন ও নিয়মিত চর্চার পর আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব।

এ বইয়ে আমি কেবল সেসব সুন্নাহ ও আমলকে অগ্রাধিকার দিয়েছি, যেগুলোর ব্যাপারে সাধারণত আলেমগণ এবং ফিকহি মতাদর্শগুলোর মাঝে বড় কোনো মতপার্থক্য নেই। এর পেছনে মুসলিমদের ঐক্যের পথ সুগম করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

এখানে আমল প্রমাণের জন্য যেসব হাদিস উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে হাদিস বিশারদগণ যেগুলোর সনদগত দুর্বলতার ব্যাপারে একমত, সেগুলো পাশ কেটে কেবল বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিসগুলো উল্লেখের প্রতিই অধিক মনোযোগ দিয়েছি। তবে কিছু হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে মতানৈক্য থাকায় কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও স্বীকৃত বিশুদ্ধ হাদিস উল্লেখের মাধ্যমে সেগুলোর বক্তব্য জোরালো করার চেষ্টা করেছি। যেন রাসুল ﷺ এসব আমল করেছেন বলে

---

২. *সুনানুত তিরমিজি*, ২৬৬৪; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৩৭১

পাঠক নিশ্চিত হতে পারেন। আমার বিশ্বাস, এই বইয়ে যেসব সুন্নাহর সমাবেশ ঘটেছে, তার অধিকাংশের বিশুদ্ধতার ব্যাপারেই মুসলিমদের মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই। তাই এর মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্য সুসংহত হবে, পারস্পরিক বন্ধন মজবুত হবে। ইনশাআল্লাহ।

বইটি পাঠ করার পর আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের পারস্পরিক মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলো ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ের তুলনায় নগণ্য। আর রাসুল ﷺ-এর পুরো জীবনটাই ছিল সুন্দর ও চমৎকার; তাঁর প্রতিটি সুন্নাহ ও আমল মানুষের জীবনকে করে তুলে সুখের, আনন্দের ও তৃপ্তির। আরও সুস্পষ্ট হবে যে, বর্তমানে মুসলিমদের অনেক দুঃখদুর্দশার পেছনে একটাই কারণ, রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহকে বর্জন করা এবং তাঁর উপদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

প্রিয় পাঠক, এসব সুন্নাহকে আপনারা পায়ে বাঁধা শিকল, অথবা মাথায় চাপিয়ে দেওয়া বোঝা মনে করবেন না; বরং তা হচ্ছে আলোকদীপ্ত প্রদীপ ও সুউচ্চ মিনারের ন্যায়, যা জীবনের আঁধারগুলো দূর করে এবং পথহারা পথিকদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের অন্তর্চক্ষু মেলে অনুধাবন করতে হবে, প্রতিটি সুন্নাহ আমাদেরকে সেই সিরাতে মুস্তাকিমের নিকটবর্তী করে, জান্নাতের সীমানায় গিয়ে যার সমাপ্তি ঘটেছে। বস্তুত সুন্নাহর ব্যাপারে এমন ইতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টির জন্যই আমি আল্লাহ তাআলার একটি বাণীকে এই গ্রন্থের প্রতীক নির্ধারণ করেছি—

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾

তোমরা যদি নবীর আনুগত্য করো, তবে সৎপথপ্রাপ্ত হবে। [সুরা নুর : ৫৪]

হায়! এই বাণী যদি আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতীক হতো। আজ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে পুরো পৃথিবী। ফেতনায় ভরে গেছে বিশ্বজগৎ। আর এ অমানিশার মুহূর্তে রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা ছাড়া মানবতার মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ যে খোলা নেই।

আরেকটি বিষয় না বললেই নয়; রাসুল ﷺ-এর জীবনবৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা এবং তাঁর সুন্নাহগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে সরাসরি আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ, প্রতিটি বিরাম, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি

কাজ, প্রতিটি স্বীকৃতি প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর অনুপম হৃদয়ের, তাঁর প্রশংসনীয় চরিত্রের, তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের এবং তাঁর সুদৃঢ় আকিদা ও বিশ্বাসের। তাই রাসুল ﷺ-এর জীবনবৃত্তান্ত জানার পর নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে। আর এটা ঈমানের অন্যতম মৌলিক দাবি। আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমাদের কেউ (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়পাত্র হই।[৩]

তবে আনন্দের বিষয় এই যে, এই বইটি পাঠ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমে সরাসরি আমরা এই সুফল লাভ করতে পারব। অতএব, কত মহৎ সুফল এটি! কত চমৎকার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে এতে! আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা। তিনিই সরল পথ দেখান।

এই বই থেকে চূড়ান্ত উপকার লাভের পদ্ধতি

এই বইয়ে বর্ণিত আমলগুলোকে হিজরি বর্ষের দিন অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেদিন যে আমলের দিন, সেদিন সে আমলটি উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যেমন রমজান মাসের আমলগুলোকে রমজান মাসের তারিখে বর্ণিত আমলে স্থান দিয়েছি। পাশাপাশি এ পবিত্র মাসে দান-সদকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, পরস্পর দেখাসাক্ষাতের মতো যেসব গুরুত্বপূর্ণ আমল আপনার জানা দরকার, সেগুলোও এ মাসের সঙ্গে যুক্ত করেছি। অর্থাৎ পাঠক যেদিন যে আমলটি পড়বেন, সেদিনই অথবা নিকটবর্তী এক দিনের মাঝে তিনি সেই আমলটি বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন। বস্তুত এটি তার জন্য সুন্নাহর অনুসরণে বেশি সহায়ক বলে আমার বিশ্বাস। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আরেকটু উদারহরণ দেওয়া যায়। যেমন, ঈদের সুন্নাহগুলো ঈদের দিন এবং এর কয়েক দিন আগে আলোচনা করেছি, যেন পাঠক সময়মতো সেগুলো পালন করতে পারেন। তদ্রূপ, চাঁদ দেখার পর পালনীয় সুন্নাহ, আইয়ামে বিজের রোজা, মহররম মাসে আশুরার রোজা, জিলহজ মাসের প্রথম দশকের আমল, এ সকল সুন্নাহ উল্লেখের ক্ষেত্রে তা পালনের নির্দিষ্ট তারিখ ও মৌসুমের দিকে লক্ষ রেখেছি; যেন যথাসময়ে পাঠ করতে পারলে পাঠক সে আমলগুলো বাস্তবায়ন করতেও সক্ষম হন। প্রতিটি পৃষ্ঠার ওপরে আরবি তারিখ

---

৩. *সহিহ বুখারি*, ১৫; *সহিহ মুসলিম*, ৪৪

সংযোজনের পেছনে এটাই মূল কারণ। তবে এমন অনেক সুন্নাহ আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; যেমন, মুচকি হাসি, লজ্জা, তাহাজ্জুদ, চিকিৎসা গ্রহণ ইত্যাদি; সেগুলো বছরের অন্যান্য দিনে আলোচনা করেছি।

আমি এ সকল সুন্নাহ বিন্যাসের সূচনা করেছি পহেলা রমজান থেকে, আর শেষ করেছি পুরো বছর ঘুরে শাবান মাসের শেষ তারিখে। রমজান মাসের মাধ্যমে আলোচনা শুরুর বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন,

- বছরের এই শ্রেষ্ঠ ও সুমহান মাসের বরকত লাভ করা।
- এ মাসে ঘটে বিশ্বজগতের মধ্যে বিশাল এক পরিবর্তন। যেমন, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ»

রমজান মাস শুরু হলে আসমানের (অর্থাৎ জান্নাতের) দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলবন্দি করা হয়।[৪]

- বান্দার সারা বছরের আমলগুলো শাবান মাসে আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রমজানের মাধ্যমে বইয়ের সূচনা মানে প্রকৃত নববর্ষের মাধ্যমে এর সূচনা। উসামা ইবনে যায়েদ রা. বলেন,

«قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ»

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি শাবান মাসে যে পরিমাণ রোজা রাখেন, অন্য কোনো মাসে তো আপনাকে সে পরিমাণ রোজা রাখতে দেখি না! উত্তরে রাসুল ﷺ বলেছেন, রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী এ মাস সম্পর্কে লোকেরা উদাসীন হয়ে পড়ে। অথচ এই মাসে

---

৪. *সহিহ বুখারি*, ১৮০০; *সহিহ মুসলিম*, ১০৭৯

বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে সকল আমল উপস্থাপন করা হয়। তাই আমি চাই, রোজাদার অবস্থায় আমার আমলগুলো উত্থাপিত হোক।[৫]

- রোজা, কুরআন তেলাওয়াত, দান-সদকা, আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া ইত্যাদি যেসব আমল বছরজুড়েই করা দরকার, সেগুলো একজন মুমিন রমজান মাসেই বেশি পালন করে থাকে। সুতরাং এই সুন্নাহগুলো জেনে রমজান মাসে বাস্তবায়ন করলে সারা বছর তা পালনে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

- এ মাসে একজন মুসলিমের ঈমানের স্তর সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করে। ফলে পরিমাণে বেশি হলেও এসব সুন্নাহ আদায় তার কাছে কষ্টকর মনে হয় না; বরং আরও বেশি করে পালন করার উৎসাহ পায়।

তবে আমি পাঠককে অনুরোধ করব, রমজানের বদলে অন্য কোনো মাসে যদি বইটি ক্রয় করেন, তবে সেদিনের তারিখের আমল থেকেই বইটি পড়া পাঠ শুরু করবেন। যেমন ধরুন, বইটি রবিউল আওয়াল মাসের পাঁচ তারিখ কেনা হলো, তাহলে বইয়ে উল্লেখিত রবিউল আওয়াল মাসের পাঁচ তারিখের আমল থেকেই অধ্যয়ন শুরু করবেন। কারণ, এর মধ্যে উল্লেখিত অনেক আমল নির্দিষ্ট দিন ও মওসুমের সঙ্গে জড়িত। তাই ক্রয়ের পর এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করলে কোনো আমলই সময়মতো পালনের সুযোগ হারাবেন না।

এ বইয়ে আমি হিজরি ১৪৩৫ ও ১৪৩৬ সনকে বর্ষপঞ্জি হিসাবে বেছে নিয়েছি। কারণ, এ বছরগুলোতেই আমি আমার অনলাইন ওয়েব পোর্টাল islamstory.com-এ এই আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা শুরু করি। বছরদুটির মাসগুলোকে চাঁদের ওপর নির্ভর করে কোনো মাস ৩০ আর কোনো মাস ২৯ গণ্য হয়েছে। তাই পরবর্তী বছরগুলোতে তারিখের হিসাবে সেই ধারাবাহিকতায় কিছুটা এদিক-সেদিক হতে পারে। এজন্য পাঠকের উচিত, সেদিকে লক্ষ রেখে মাসের হিসাবে বই পাঠ করা। যেন কোনো আমল তার ছুটে না যায়।

তদ্রূপ ওই দুটি বর্ষপঞ্জিকে সামনে রেখেই সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলগুলো উল্লেখ করেছি। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ হলো, জুমার দিনের সুন্নাহসমূহ। আমি জুমাসংশ্লিষ্ট সুন্নাহগুলো বছরজুড়ে বিভিন্ন বৃহস্পতিবারের অধীনে উল্লেখ করেছি, যেন সেই সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত হয়ে

---

৫. *সুনানুন নাসায়ি*, ১০৭৯; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২১৮০১

পরের দিন জুমাবারে তা পালন করা যায়। যেমন, পাঠক বিভিন্ন বৃহস্পতিবারে পালনীয় সুন্নাহর আলোচনায় পড়বেন, জুমার দিন আগেভাগে মসজিদে যাওয়া, গোসল করা, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনা ইত্যাদি। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে চন্দ্রমাসে তারতম্যের কারণে দিবসের ধারাবাহিকতায় ভিন্নতা থাকবে, পাঠক সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এ ক্ষেত্রে আপনারা বছরের শুরুতেই বইয়ে উল্লেখিত জুমার দিনের আলোচনাগুলো খুঁজে নির্দিষ্ট করে রাখতে পারেন, এরপর যথাসময়ে তা পাঠ করবেন। একই জটিলতা ও সমাধান বৃহস্পতি ও সোমবারের সুন্নাহগুলোর ব্যাপারেও, যদিও তার পরিমাণ খুবই কম।

এমনইভাবে পূর্বে উল্লেখিত দু-বছরের বর্ষপঞ্জি অনুযায়ীই বর্ষাকালের বৃষ্টি ও ঝড়তুফানের সময়ে পালনীয় সুন্নাহগুলোর কথা আলোচনা করেছি। যেন পাঠক সেগুলো পাঠ করে যথাসময়ে আমল করতে পারেন।

সুতরাং উল্লিখিত নিয়মে বইটি পাঠ করলে তা থেকে সর্বোত্তমরূপে উপকার লাভ করা যাবে। আমলের নির্দিষ্ট সময়ে দৈনিক একটি করে সুন্নাহ পাঠ, আর সঙ্গে সঙ্গে তা কাজে পরিণত করার উদ্যোগ! এই উদ্যোগ পুরো পরিবারকে সঙ্গে নিয়েও করা যেতে পারে। এভাবে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, বাবা-মা সকলে মিলে আমলগুলো বাস্তবায়নে যত্নবান হবে। ফলে সকলের জন্য আমলগুলোতে উদ্দীপনা থাকবে এবং তার ওপর অবিচল থাকা সহজ হবে। ইনশাআল্লাহ।

এর সাথে সেই পরিবারটি যদি দৈনন্দিন পালনীয় আমলের পরিধিকে বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে, তাহলে বড় পরিসরে সুন্নাহর সম্প্রসারণ ঘটবে। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে পুণ্যও বেড়ে যাবে বহুগুণ। যেমন, জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»

যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম পন্থা চালু করল এবং পরবর্তীকালে সে অনুযায়ী আমল করা হলো, তাহলে আমলকারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান তার জন্যও লিখিত হবে; তবে এতে তাদের প্রতিদানে কোনো ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ পন্থা চালু করল

> এবং তারপর সে অনুযায়ী আমল করা হলো, তাহলে ওই আমলকারীদের কুকর্মের সমান গুনাহ তার জন্যও লিখিত হবে; এতেও তাদের কারও পাপে সামান্য ঘাটতি হবে না।[৬]

আমি মনে করি, দৈনিক শুধু একটি আমল বাস্তবায়নের ওপর সীমিত থাকা যথেষ্ট, যদিও অন্য একটি আমল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপুল কল্যাণ অর্জন করা যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে আমলগুলো বাস্তবায়ন করলে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আয়েশা রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ»

> হে লোকসকল, যতটুকু তোমাদের সাধ্য আছে ততটুকু আমল করো; নিশ্চয় তোমরা ক্লান্ত হয়ে (আমল ত্যাগ করা পর্যন্ত) আল্লাহ তাআলা তার সওয়াব প্রদান বন্ধ করেন না। (মনে রেখো) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের আমল হলো যা অবিরত পালন করা হয়; হোক তা পরিমাণে অল্প।[৭]

তাই পাঠককে আমি পুরো বই একদফায় পড়ে শেষ করে ফেলার কথা বলব না। কারণ, কথা যত বেশি, ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি। তাই প্রতিদিন নতুন একটি করে আমলের আলোচনা পড়া, পাশাপাশি তার সাথে পেছনের আমলগুলোতেও নজর বুলিয়ে নেওয়া অথবা দৈনিক যেই আমলগুলো করতে হয়, সেগুলো পুনরায় দেখে নেওয়াই অধিক উপযোগী। তাহলে পাঠকের ওপর চাপ হবে না। অন্যথায় অনেক আমল একসাথে চালিয়ে যেতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে সে সবগুলোই পরিত্যাগ করবে।

আমি পাঠককে উৎসাহিত করতে প্রতিটি আমলের সঙ্গে তার সওয়াব ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছি। তাই পাঠক যখন পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেই আমলের আলোচনা করবেন, তখন শুধু আমলের প্রসঙ্গ বলে তার পুরস্কারের কথা এড়িয়ে যাবেন না। বরং সওয়াবের কথাও তাদের সামনে তুলে ধরবেন, যেন তারা আরও বেশি আগ্রহী হয়। এভাবে যেমন সকলের উপকারিতা বাড়বে, তেমনই সুন্নাহর প্রচার-প্রসারও ঘটবে।

---

৬. *সহিহ মুসলিম*, ১০১৭

৭. *সহিহ বুখারি*, ৫৫২৩; *সহিহ মুসলিম*, ৭৮২

বইয়ের শেষদিকে আমি নতুন পরিচ্ছেদে কিছু সুন্নাহর পুনরুল্লেখ করেছি, যেন নির্দিষ্ট বিষয়ের বেশ কিছু সুন্নাহর ওপর তিনি একসঙ্গে আমল করে নিতে পারেন। যেমন, বইয়ে আলোচিত সকাল-সন্ধ্যার দোয়া ও জিকির, জুমার দিনের সুন্নাহসমূহ, চিকিৎসা গ্রহণের সুন্নাহসমূহ। জরুরি প্রয়োজনের সময় পাঠক এসব সুন্নাহকে একসঙ্গে পেয়ে সহজে সেগুলো পড়ে নিতে পারবেন, যা নিশ্চয় তার জন্য অত্যন্ত উপকারী বিবেচিত হবে।

ভূমিকার শেষে পাঠকদের উদ্দেশে আমি বলব, আমি আমার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা ও পদ্ধতির মাধ্যমে সুন্নাহ প্রসারের জন্য এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এগুলো ছাড়াও আরও অনেক পথ-পদ্ধতি আছে রাসুল ﷺ-এর আমল ও সুন্নাহগুলো জীবিত করার। আমি আশা করব, প্রতিটি পাঠক নিজ নিজ চিন্তা ও গবেষণার আলোকে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহগুলো পুনর্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। কারণ, এর মাঝেই নিহিত মুক্তি ও সফলতা, এটাই উপায় আল্লাহর ভালোবাসা ও মাগফেরাত লাভের। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

(হে নবী) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, এতে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলো মার্জনা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[সুরা আলে ইমরান : ৩১]

আল্লাহর কাছে আমরা আমলের মধ্যে ইখলাস ও তা কবুলের প্রার্থনা জানাই। আমাদের এই প্রতীক ভুলবেন না :

﴿وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا﴾

তোমরা যদি নবীর আনুগত্য করো, তবে সৎপথপ্রাপ্ত হবে।

[সুরা নুর : ৫৪]

তাহলিল

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেছেন,

যে ব্যক্তি ১০০ বার এ দোয়াটি পড়বে,

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও শুধু তাঁরই। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

তাহলে ১০টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব তার হবে, ১০০টি পুণ্য লেখা হবে এবং তার ১০০টা গুনাহ মাফ করা হবে। ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। এবং অন্য কারও আমল তার আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে না; তবে যদি কেউ এর চেয়ে অধিক পরিমাণ আমল করে, তার কথা ভিন্ন।[৮]

এ দোয়া পড়াকে তাহলিল বলে। এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আমল। ছোট্ট এই আমলটুকুর এত পরিমাণ সওয়াব, যার কল্পনা করাও আমাদের সাধ্যে নয়। রাসুল ﷺ-এর ভাষ্যমতে এ আমলটি তিনি-সহ সকল নবীগণের সবচেয়ে উত্তম আমল।

এই আমলটি করতে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০ মিনিট সময় লাগবে আপনার। দোয়াটি আপনি যানবাহনে চলতে চলতে বা নিত্যদিনের কাজের সঙ্গেও পড়ে ফেলতে পারেন।

---

৮. *সহিহ বুখারি*, ৬০৪০; *সহিহ মুসলিম*, ২৬৯১

সুন্নাহ : ২ ২ রমজান

খাবার খাওয়ানো

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন,

একবার এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে, ইসলামের কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ? রাসুল ﷺ উত্তরে বলেন, আহার করাবে এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেবে।[৯]

এই সুন্নাহর ওপর এভাবে আমল করা যায় যে, পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক বাটি খাবার রান্না করে আপনার আশপাশের অভাবী কারও কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হোক সে বাড়ির পাহারাদার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী অথবা অন্য কেউ। শুধু তাই নয়, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী ও কর্মস্থলের সহকর্মীদের খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমেও আমলটির নেকি অর্জন করতে পারেন। কারণ, হাদিসে কেবল অভাবী ও দরিদ্রেরকেই খাবার খাওয়াতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই; বরং হাদিসের উদ্দেশ্য মানুষের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা। এমনকি অমুসলিম পড়শিকে পর্যন্ত খাবার খাওয়াতে ভুলবেন না।

সুন্নাহ : ৩ ৩ রমজান

আজানের পাঁচটি সুন্নাহ

আজান একটি মহান ইবাদত। কেবল মুয়াজ্জিনদের সাথে এই ইবাদতের সংশ্লিষ্টতা নয়; বরং আজান শোনামাত্র প্রতিটি মুসলিমেরই করণীয় পাঁচটি আমল রয়েছে :

প্রথম আমল—আজানের বাক্যগুলোর জবাব দেওয়া। আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> যখন তোমরা আজান শুনতে পাও, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তা বলো।[১০]

---

৯. *সহিহ বুখারি*, ১২; *সহিহ মুসলিম*, ৩৯
১০. *সহিহ বুখারি*, ৫৮৬; *সহিহ মুসলিম*, ৩৮৩

তবে 'হাইয়া আলাস সলাহ' এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বাক্যদ্বয়ের উত্তরে আমরা 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বাক্যটি বলব। কারণ. মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত,

তিনি মুয়াজ্জিনের 'হাইয়া আলাস সলাহ' ধ্বনির জবাবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বাক্য বললেন। তারপর বলেন, তোমাদের রাসুল ﷺ-কেও আমরা এরকম বলতে শুনেছি।[১১]

দ্বিতীয় আমল—আজান শেষ হলে রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করা। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শোনো, তখন তার সাথে সাথে তার বাক্যগুলো বলো। এরপর তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত নাজিল করেন।[১২]

তৃতীয় আমল—রাসুল ﷺ-এর জন্য 'ওয়াসিলাহ' নামক স্তরপ্রাপ্তির দোয়া করা। কেননা রাসুল ﷺ বলেছেন,

> (আজানের উত্তর ও দরুদ পাঠের পর) আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসিলাহর দোয়া করবে। ওয়াসিলাহ হলো জান্নাতের একটি বিশেষ স্তর, যা আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাকে দেওয়া হবে। আশা করি, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওয়াসিলাহর দোয়া করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত নিশ্চিত হয়ে যাবে।[১৩]

চতুর্থ আমল—তাওহিদের সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা। আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসুল এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনে এ দোয়াটি পাঠ করে, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়,

---

১১. *সহিহ বুখারি*, ৫৮৮

১২. *সহিহ মুসলিম*, ৩৮৪; *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৬১৪; *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, ১৬৫৪

১৩. পূর্বোক্ত হাদিসেরই শেষাংশে এটি বর্ণিত হয়েছে।

«أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا»

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে, মুহাম্মাদকে রাসুল হিসাবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে।[১৪]

পঞ্চম আমল—চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহর কাছে দোয়া করা। কারণ, এ সময়ের দোয়া কবুল হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন,

এক লোক জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রাসুল, মুয়াজ্জিনগণ তো আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছেন? তখন রাসুল ﷺ বলেন, তাহলে তোমরাও তাদের মতো (আজানের বাক্যগুলো) বলো। এরপর যখন আজানের জবাব শেষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাও, তোমার দোয়া কবুল হবে।[১৫]

সুন্নাহ : ৪ **৪ রমজান**

সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা

সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

লোকেরা যতদিন ওয়াক্ত হওয়ামাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের সাথে থাকবে।[১৬]

এটি ইসলামের একটি কোমল বিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾

---

১৪. *সহিহ মুসলিম*, ৩৮৬

১৫. *সুনানু আবি দাউদ*, ৫২৪; *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, ৯৮৭২; আল-*মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৬৬০১

১৬. *সহিহ বুখারি*, ১৮৫৬; *সহিহ মুসলিম*, ১০৯৮

> তোমাদের আজাব দিয়ে আল্লাহ কী করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো?! [সুরা নিসা : ১৪৭]

অতএব, রোজা হচ্ছে কেবল ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ইবাদতের নাম। আর আল্লাহ তাআলা চান, যতটুকু ফরজ করা হয়েছে, কোনো প্রকার কমবেশি ব্যতীত কেবল ততটুকুই তাঁর বান্দারা আদায় করুক।

এখানে সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ইফতার করার মর্ম হলো, মুমিনদের নিকট কোনো সুন্নাহ পালনের সুযোগ এলে প্রথম পর্যায়েই তারা সেটি যথাযথভাবে পালন করে নেবে। এ ছাড়া এর মাধ্যমে নিজেদের প্রতি ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ প্রকাশ পায়। অহেতুক কাজে দেহকে কষ্ট দেওয়া হয় না।

চমৎকার এই সুন্নাহটি আপনি মাগরিবের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একটি খেজুর বা অল্প একটু পানি পান করার মাধ্যমেও আদায় করে নিতে পারেন।

সুন্নাহ : ৫ **৫ রমজান**

ইলম অন্বেষণ

ইলম অন্বেষণ একটি চমৎকার সুন্নাহ। কারণ, এই সুন্নাহ পালনের মাঝেই রয়েছে সকলের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।[১৭]

সামান্য সময় মসজিদে অনুষ্ঠিত যেকোনো সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়েও আপনি এই সুন্নাহর ওপর আমল করে নিতে পারেন। কোনো কারণে মসজিদের আলোচনায় অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে আজকাল ইন্টারনেটে, নানা যোগাযোগ মাধ্যমে ও বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলেও[১৮] নিয়মিত শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি ও বাণিজ্য ইত্যাদির

---

১৭. *সহিহ মুসলিম*, ২৬৯৯; *সুনানু আবি দাউদ*, ৩৬৪৩; *সুনানুত তিরমিজি*, ২৯৪৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ২২৩, *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৭৪২১

১৮. যেখানে বাদ্যযন্ত্র ও নারীর উপস্থিতি না থাকে।

মতো জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইলম ও জ্ঞানের পাঠদান হয়ে থাকে, তাতেও শরিক হতে পারেন। তেমনই শিক্ষার্থীরা যখন বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান শিখতে যায়, তখন তারাও এ নিয়ত করার মাধ্যমে ইলম অন্বেষণের সুন্নাহ আদায় করে নিতে পারে। সুতরাং অল্প হলেও সুন্নাহ পালনের নিয়তে প্রতিদিন কিছু না কিছু জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করুন।

সুন্নাহ : ৬ ৬ রমজান

মুচকি হাসি

মুসলিম সমাজে মুচকি হাসির সুন্নাহ ছড়িয়ে দেওয়াটা কতই-না সুন্দর ও উত্তম কাজ। প্রতিদিন যে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনযাপন করে, মুচকি হাসি তাতে সামান্য হলেও আনন্দের পরশ বুলিয়ে দেয়। এমনটা জরুরি নয় যে, মুচকি হাসি দেওয়ার জন্য সব রকম দুশ্চিন্তা ও বিপদ মুক্ত থাকতে হবে; বরং রাসুল ﷺ নানারকম কষ্ট ও দুঃখের মাঝেই জীবনযাপন করতেন, তারপরও সবসময় তাঁর চেহারায় মুচকি হাসি লেগে থাকত।

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায রা. বলেন,

> রাসুল ﷺ-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসি দিতে আমি আর কাউকে দেখিনি।[১৯]

শুধু তাই নয়, এই মুচকি হাসিকে রাসুল ﷺ অনেক বড় সওয়াবের কাজ আখ্যা দিয়ে এর জন্য পুরস্কার নির্ধারিত থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি সদকাস্বরূপ।[২০]

---

১৯. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৬৪১; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৭৭৪০

২০. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৬৪১; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৪৭৪; *সহিহ বুখারি* (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৪৮১)

আপস-মীমাংসা করা

আবু দারদা রা. বলেন, একবার রাসুল ﷺ বললেন,

> আমি কি তোমাদের নামাজ, রোজা ও জাকাত থেকে উত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবিগণ বললেন, অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হলো—পরস্পরের মাঝে আপস-মীমাংসা করে দেওয়া। কেননা পরস্পরের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।[২১]

আল্লাহ তাআলার মানদণ্ডে এই মহান কাজের মূল্য যে কত বেশি তা বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না; কারণ রাসুল ﷺ এ কাজকে নামাজ, রোজা ও সদকার চেয়েও অনেক উঁচু স্তরের বলে অভিহিত করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, পিতা-পুত্রের মাঝে, দুই সহকর্মীর মাঝে, দুই পড়শির মাঝে অথবা পথিমধ্যে অচেনা দুই ব্যক্তির মাঝে আপস-মীমাংসা করার মধ্য দিয়েও আপনি এই মহান সুন্নাহর ওপর আমল করতে পারেন।

দুজন মানুষের মাঝে এই মীমাংসার কাজটিই আমাদের ধর্মের সুরক্ষাকবচ; কারণ তা মানুষের মধ্যকার পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনকে রক্ষা করে। আর এই আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা না থাকলে যে ইসলামি সমাজব্যবস্থার বিরাট ক্ষতি হতে থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই দেরি না করে যাদের মাঝে ঝগড়া আছে বলে আপনি জানেন, আজই তাদের মাঝে আপস-মীমাংসার উদ্যোগ নিন। চারপাশে খুঁজলেই আপনি এমন অনেককেই পেয়ে যাবেন।

---

২১. *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৯১৯; *সুনানুত তিরমিজি*, ২৫০৯; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৭৫৪৮; *সহিহ বুখারি* (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২০২)

খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলা

খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নাম) বলা রাসুল ﷺ-এর একটি অন্যতম সুন্নাহ। কেননা উমর ইবনে আবু সালামা রা. বলেন,

> আমি রাসুল ﷺ-এর লালনপালনে ছিলাম। খাবারের পাত্রে আমার হাত ছোটাছুটি করত। রাসুল ﷺ আমাকে বললেন, হে বৎস, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছে থেকে (সম্মুখ ভাগ থেকে) খাও।[২২]

যদি কখনো এমন হয় যে, আপনি খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেছেন, তখন খাওয়ার মাঝামাঝি সময়েও তা পড়ে নিতে পারেন। কেননা আয়েশা রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমাদের কেউ যখন খাবার খাওয়া শুরু করবে তখন বিসমিল্লাহ বলবে। শুরুতে যদি বলতে ভুলে যায় তাহলে বলবে—

«بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»[২৩]

আল্লাহর নামেই আহারের সূচনা ও সমাপ্তি করলাম

শুধু খাবারই নয়; যেকোনো কাজ আল্লাহর নামে শুরু করলে শয়তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে আমাদের শক্তি-সাহস আরও বেড়ে যাবে। কেননা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও খাবারের সময় আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তার সাথিদের) বলে, তোমাদের (এখানে) রাতে থাকার কোনো জায়গা নেই, খাওয়াও নেই। আর যদি ঘরে ঢোকার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। আর যখন সে আহারের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন সে (শয়তান) বলে, রাত্রিযাপনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের রাতের আহারের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।[২৪]

---

২২. *সহিহ বুখারি*, ৫০৬; *সহিহ মুসলিম*, ২০২২

২৩. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৫১০৬

২৪. *সহিহ মুসলিম*, ২০১৮; *সুনানু আবি দাউদ*, ৩৭৬৫; *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, ১০০০৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৩৮৮৭; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৪৭৭১

সুতরাং খাওয়ার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিলে সঙ্গে থাকা শয়তান আর খাবারে অংশ নিতে পারে না। এতে শয়তান দুর্বল হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক যুদ্ধে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তা ছাড়া বিসমিল্লাহ বলে নিলে আহারে বরকত হয়। এই বরকত শুধু বাহ্যিকভাবেই নয়; বরং খাবারের পরিমাণেও হয়। আয়েশা রা. বলেন,

রাসুল ﷺ তাঁর ছয়জন সঙ্গীকে নিয়ে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ক্ষুধার্ত বেদুইন এসে তা দুই লোকমায় খেয়ে ফেলল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, যদি সে (খাওয়ার সময়) বিসমিল্লাহ বলত, তবে তা-ই তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কাজেই তোমাদের কেউ যখন খাওয়া শুরু করে, তখন সে যেন বিসমিল্লাহ বলে নেয়। আর যদি (খাওয়ার শুরুতে) বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে সে যেন বলে, «بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» [২৫]

সুন্নাহ : ৯ **৯ রমজান**

অজু শেষে কালিমা শাহাদাত পাঠ করা

অল্প কয়েকটি শব্দ জান্নাতের আটটি দরজাই আপনার জন্য খুলে দিতে পারে। তখন সেই দরজাগুলোর মধ্যে যেটি ইচ্ছা সেটি দিয়ে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। এই সহজ ও সুন্দর সুন্নাহটি আদায় করতে সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড লাগবে আপনার। কেবল ভালো করে অজু করে তাওহিদের শাহাদাত পাঠ করবেন। কেননা উকবা ইবনে আমের রা. বলেন,রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অজু করে এই দোয়া পাঠ করবে,
>
> «أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ»
>
> আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল)

২৫. *সুনানুত তিরমিজি*, ১৮৫৮; *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, ১০১১২; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৩২৬৪; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৬১৩১; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৫২১৪

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে; যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[২৬]

উত্তমরূপে অজু করা বলতে অজুর সকল শর্ত মেনে পূর্ণাঙ্গরূপে সুন্নত তরিকায় অজু করাকে বোঝায়। আপনি যদি আরও পুরস্কার লাভ করতে চান, তাহলে ছোট্ট আরেকটি দোয়া এর সঙ্গে যুক্ত করে নিন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করার পর বলে,

«أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ»

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ, আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত করুন।

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। ইচ্ছামতো সে যেকোনো দরজা দিয়েই তাতে প্রবেশ করতে পারবে।[২৭]

২৬. *সহিহ মুসলিম*, ২৩৪; *সুনানু আবি দাউদ*, ১৬৯; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৭৪৩১

২৭. *সুনানুত তিরমিজি*, ৫৫

হাদিয়া দেওয়া

সবচেয়ে নির্মল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সুন্নাহ হলো পরস্পর হাদিয়া দেওয়া। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার জন্ম হয়। কেননা আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় করো, তাহলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।[২৮]

রাসুল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, কেউ উপহার দিলে সাধারণ হলেও সেটি গ্রহণ করতেন। আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন,

বারিরা রা. সদকা হিসাবে প্রাপ্ত কিছু গোশত রাসুল ﷺ-কে হাদিয়া দিলেন। তখন তিনি বললেন, এটা তার জন্য সদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া।[২৯]

রাসুল ﷺ উপহার গ্রহণ করেছেন, নবীচরিতের বহু ঘটনায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়। সামান্য অর্থ খরচ করেই ছোট কোনো বই, ফুলের তোড়া, সামান্য খাবার বা সুন্দর একটি কলম কিনে এই সুন্নাহটি পালন করা যায়। মা-বাবা, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু বা প্রতিবেশীদের কিছু উপহার দিয়ে এই সুন্নাহ বাস্তবায়ন করা যায়।

২৮. *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ৬১৪৮; *আসু-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, ১২২৯৭; *আল-মুজামল আওসাত*, ৭২৪০; *সহিহ বুখারি* (আল-আদাবুল মুফরাদ) পৃ. ৩০৬

২৯. *সহিহ বুখারি*, ২৪৩৮; *সহিহ মুসলিম*, ১০৭৪